১। অর্থ লেখো ঃ ১+১=২

(ক) জারী *অথবা* জ্যোৎস্না।

(খ) কীটঘ্ন অথবা দুষ্প্রাপ্য।

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১×৮=৮

(ক) কাকে শাক্যমুনি বলা হয়?

(খ) 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(গ) 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি জীবনানন্দের কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(ঘ) 'বিড়াল' পাঠটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

(ঙ) গুরুচরণের ছেলের নাম কী?

(চ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী?

(ছ) 'মূল্যবোধ শিক্ষা' পাঠটির লেখক কে?

(জ) ১৯৫২-৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ কয়টি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল?

৩। টীকা লেখো ঃ ২+২=৪

(ক) বেদ-বেদান্ত *অথবা* রবীন্দ্রনাথ।

(ঘ) ওয়াটার্লু *অথবা* সাংখ্য।

৪। *যে কোনো তিনটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩×৩=৯

(ক) গুরুচরণের কোন প্রস্তাব হরিচরণের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল?

(খ) 'এক শ্রেণীর কুযুক্তির ইংরেজী নাম "begging the question" — কোন পাঠ থেকে গৃহীত? 'begging the question'-এর অর্থ কী?

(গ) 'মানুষের মন' গল্পের নরেশ ও পরেশের চেহারার বর্ণনা দাও।

(ঘ) 'তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী' — বক্তা কে? কমলাকান্তকে দূরদর্শী বলার কারণ কী?

৫। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩×২=৬

(ক) 'ত্রিপিটক' কাদের ধর্মগ্রন্থ? এটি কোন ভাষায় লেখা? এই গ্রন্থটি সম্পর্কে যা জানো সংক্ষেপে লেখো।

(খ) 'শটিবন' বলতে কী বোঝায়? শটিবনে ছায়া পড়েছিল এমন অন্তত *দুটি* গাছের নাম লেখো।

(গ) 'যদিও রূপা নয়কো রূপাই — রূপার চেয়ে দামী' — তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৬। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৪×২=৮

(ক) মূল্যবোধ কাকে বলে? কয়েকটি বিশ্বজনীন মূল্যবোধের উল্লেখ করে সেগুলিকে বিশ্বজনীন বলা হয়েছে কেন, বুঝিয়ে দাও।

অথবা

নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো।

(খ) কৈশোরকাল বলতে জীবনের কোন সময়কে বোঝায়? এই সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

অথবা

কৈশোরকালের *যে কোনো দুটি* বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো।

৭। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো ঃ ৪+৫=৯

(ক) তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে। ৪

অথবা

এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো আর মন্দির-কাবা নাই।

(খ) বিজ্ঞানী এবং সর্বশ্রেণীর বিশেষজ্ঞের উপর জনসাধারণের প্রচুর আস্থা দেখা যায়। ৫

অথবা

পৃথিবীতে আজিও হয়ত টাকাটাই একমাত্র বড় পদার্থ নয়, তা না হইলে বিবাদ মিটাইতে, সালিশ নিষ্পত্তি করিতে, দলাদলির বিচার করিয়া দিতে তাঁহার আদেশই শ্রীকুঞ্জপুরের সর্বমান্য বস্তু হইয়া থাকিতে পারিত না।

৮। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) "গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান"

কবি 'বাধা-ব্যবধান' — মুক্ত সাম্যের গান কীভাবে গেয়েছেন নিজের ভাষায় লেখো। ৪

অথবা

'রূপাই' কবিতা অবলম্বনে রূপাই-র রূপ ও গুণের বর্ণনা দাও।

(খ) প্রমাণ কাকে বলে? প্রমাণ কয় প্রকার ও কী কী? বৈজ্ঞানিকগণ সত্য নির্ণয়ের জন্য কীরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করেন, তা আলোচনা করো। ৫

অথবা

'পরেশ' গল্পের হরিচরণের স্বার্থপরতার পরিচয় দাও।

৯। নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ

(ক) সূত্র নির্দেশ করে সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ *(যে কোনো চারটি)* ১×৪=৪

শুভেচ্ছা ; দংশন ; উচ্ছেদ ; রাজ্ঞী ; মহাশয় ; অপরাপর।

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ *(যে কোনো তিনটি)* ৩×২=৬

প্রতিদিন ; নবরত্ন ; গাছপাকা ; পশুপক্ষী ; সিংহাসন।

(গ) প্রত্যয় নির্ণয় করো ঃ *(যে কোনো চারটি)* ১×৪=৪

পড়ুয়া ; চিন্ময় ; পাগলামি ; সমঝদার ; বাড়ন্ত ; গোয়ালা।

(ঘ) নিম্নলিখিত বাগ্‌বিধিগুলির অর্থ লেখো এবং বাক্য রচনা করো ঃ *(যে কোনো দুটি)* ২×২=৪

কাঁচা পয়সা ; মিছরির ছুরি ; ধর্মের ষাঁড় ; বিড়াল তপস্বী।

(ঙ) *যে কোনো দুটি* প্রবাদের অর্থ লেখো ঃ ১×২=২

মরা হাতী লাখ টাকা ; উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ; অতি দর্পে হত লঙ্কা ; গতস্য শোচনা নাস্তি।

১০। (ক) *যে কোনো একটি* বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো ঃ ১৫

(১) অসমের জাতীয় উৎসব — বিহু।

(২) মহাপুরুষের জীবনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

(৩) নিয়মানুবর্তিতা।

(৪) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার।

(খ) সারাংশ লেখো ঃ ১০

স্বার্থপরতা মানুষের সহজাত। মানুষ নিজেকে ভালোবাসে, নিজেকে রক্ষা করার জন্য, নিজের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য সে স্বভাবতই তৎপর। মানুষের এই স্বার্থবোধকে দূষণীয় বলা চলে না। কিন্তু স্বার্থবোধের সঙ্গে যখন লোভের সংযোগ ঘটে তখন তা মারাত্মক হয়ে ওঠে। লোভের কোনো সীমা নেই। লোভ মানুষকে পরবিদ্বেষী করে তোলে, তাকে অন্যায় ও অবিচারের পথে টেনে আনে। এই ধরনের লুব্ধ স্বার্থবোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে এবং সমাজের অকল্যাণ সাধন করে। তাই কবি বলেছেন "স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।" বস্তুত কেবল নিজের জন্য বাঁচাকে সত্যিকার বাঁচা বলে না। মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে মানুষ স্বার্থত্যাগ করতে পারে। প্রয়োজনের বাইরেও একটি বৃহত্তর জগৎ আছে। সত্যিকারের মানুষ সেই বৃহত্তর জগতের স্বার্থে আত্মত্যাগ করতে পারে। মহাপুরুষদের জীবনী সেই কথাই প্রমাণ করে।

অথবা

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;

"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!

———×———